দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৯

টাঙ্গাইলের ৫টি থানা

# ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণ দশা ।। পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ২৪শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।। টাঙ্গাইল জেলার ৫টি থানার ৩৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এগুলো যে কোন মুহূর্তে ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটারও আশংকা দেখা দিয়েছে। ফলে এ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্রে জানা গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, বিগত দিনে সংস্কারের কোন প্রকার ছোঁয়া না লাগায় জেলার মির্জাপুর থানার ১৫টি, দেলদুয়ার থানার ৫টি, ভূয়াপুর থানার ৫টি, সখীপুর থানার ৫টি এবং নাগরপুর থানার ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। জরাজীর্ণ হয়ে পড়া এ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হল মির্জাপুর থানার রশিদ দেওহটা। হরিদ্রা-চালা, ছড়ানীপাড়া, বাওয়ারকুমারজানী, আগধল্লা, চান্দুলিয়া, গ্রামাটিয়া, ঘুগিপে-কুয়া, পাঁচগাও, বহুরিয়া, নওগা, নগরভাত গ্রাম, গোড়াই নয়াপাড়া এবং বেলতেইল, দেলদুয়ার মাজার, বারপাকিয়া দক্ষিণ, বিশ্বাস বাথুলী, ধাননী মহেড়া, দেওলী এবং ভাতকী, সখিপুর থানার শ্রীপুর, বানিয়ারমিট, কুতুবপুর, বড়চওনা এবং কালমেঘা, ভুয়াপুর থানার গোপালগঞ্জ, ঘরইপাড়া, গোবিন্দাসী, সালকবয়ড়া, বাহাদিপুর; নাগরপুর থানার বাউশাইদ, মোল্লা পুকুরিয়া, বলারামপুর, বামাকাটারী এবং কামুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে সূত্রটি উল্লেখ করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানান, ৫টি থানার এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বাধীনতার পর পরই নির্মিত হয়। কিন্তু বিগত দিনে এ সকল বিদ্যালয়ে আর কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। যার জন্য বিদ্যালয়গুলো একেবারেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর কোনটার অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটারও আশংকা দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয় গৃহগুলোর এই জীর্ণদশার জন্য এ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।